ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-১৮২৮
আগরতলা, ১৩আগষ্ট,২০১৩

প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে
রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন ১৩টি ব্লক গঠনের সিদ্ধান্ত

প্রশাসনকে জনগনের আরো কাছে নিয়ে যেতে ও প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন ১৩টি ব্লক গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকেই নতুন ব্লকের কাজ শুরু হবে । আজ সচিবালয়ে ১নং কনফারেন্স হলে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন ব্লক গঠনের ক্ষেত্রে এলাকার আয়তন ও জনসংখ্যাকে মানদন্ড হিসেবে দেখা হয়েছে । রাজ্যে বর্তমানে ব্লকের সংখ্যা ৪৫টি । ১৩টি নতুন ব্লক গঠনের ফলে এই রাজ্যে ব্লকের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫৮টি । নবগঠিত ১৩টি ব্লকের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মোহনপুর ব্লক ভেঙ্গে বামুটিয়া নামে নতুন ব্লক করা হচ্ছে । সদর কার্যালয় হবে দুর্গাবাড়ী চা বাগান/কালীবাজার । জিরানীয়া ব্লক ভেঙ্গে পুরাতন আগরতলা ও বেলবাড়ী নামে দুটি নতুন ব্লক করা হচ্ছে । সদর কার্যালয় হবে যথাক্রমে পুরাতন আগরতলা ও বেলবাড়ি । সিপাহীজলা জেলায় বিশালগড় ব্লক ভেঙ্গে চড়িলাম এবং মেলাঘর ব্লক ভেঙ্গে মোহনভোগ নামে নতুন ব্লক করা হচ্ছে । সদর কার্যালয় হবে চড়িলাম ও মোহনভোগ । ঊনকোটি জেলার গৌরনগর ব্লক ভেঙ্গে চন্ডীপুর নামে নতুন ব্লক করা হচ্ছে । সদর কার্যালয় হবে জারুলতলি । উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লক ভেঙ্গে কালাছড়া এবং দশদা ব্লক ভেঙ্গে লালজুরি নামে নতুন ২টি ব্লক হচ্ছে । সদর কার্যালয় হবে কালাছড়া ও লালজুরি । গোমতী জেলার মাতাবাড়ি ব্লক ভেঙ্গে টেপানিয়া নামে নতুন ব্লক হচ্ছে । সদর কার্যালয় টেপানিয়া । দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রাজনগর ব্লক ভেঙ্গে ভারতচন্দ্র নগর নামে নতুন ব্লক করা হচ্ছে । সদর কার্যালয় ভারতচন্দ্র নগর । নতুন ব্লক পোয়াংবাড়ী করা হচ্ছে সাতচাঁদ ব্লক ভেঙ্গে । সদর কার্যালয় হবে পোয়াংবাড়ী । ধলাই জেলার গঙ্গানগর নামে নতুন ব্লক করা হচ্ছে আমবাসা ব্লক ভেঙ্গে এবং ডম্বুরনগর ব্লক ভেঙ্গে নতুন ব্লক করা হচ্ছে রইস্যাবাড়ী ব্লক । দু'টি ব্লকের সদর কার্যালয় হবে যথাক্রমে গঙ্গানগর ও রইস্যাবাড়ী ।

নবগঠিত ১৩টি ব্লকের মধ্যে লালজুরি, গঙ্গানগর রইস্যাবাড়ী এবং বেলবাড়ী ব্লক ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্ভূক্ত । বামুটিয়া ও টেপানিয়া ব্লক হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের বাইরে । অবশিষ্ট ৭টি ব্লক কালাছড়া, চন্ডীপুর, পুরাতন আগরতলা, চড়িলাম, মোহনভোগ, ভারতচন্দ্রনগর এবং পোয়াংবাড়ী এডিসি ও নন এডিসি মিলিয়ে । বর্তমানের ৪টি ব্লক -বক্সনগর, কাঠালিয়া, কাকড়াবন ও মান্দাই ব্লকের আংশিক পুনর্বিন্যাস করা হবে । বর্তমান মেলাঘর ব্লকের নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম হবে নলছড় ব্লক । সদর কার্যালয় হবে নলছড় । প্রস্তাবিত নতুন ব্লকগুলির কাজ শুরু হবে সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে ।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার জানান, আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে আগরতলা পুরপরিষদ এলাকা সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সিদ্ধান্ত অনুসারে নরসিংগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫নং ওয়ার্ড, অনঙ্গনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩নং ওয়ার্ড, সিংঙ্গারবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ থেকে ৪নং ওয়ার্ডের আংশিক এলাকা, লক্ষামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, নতুননগর ওয়ার্ড নং ৩ এবং ৫(আংশিক)গজারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, হাঁপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, ডুকলী গ্রাম পঞ্চায়েতের ১, ২ এবং ৫ ও ৬নং ওয়ার্ড এবং মহেশখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ড । বর্তমান আগরতলা পুরপরিষদ এলাকার আয়তন হচ্ছে ৫৮.৮৪ বর্গ কিলোমিটার । নতুন এলাকা অন্তর্ভূক্তির ফলে পুর পরিষদের আয়তন দাঁড়াবে ৭৬.৫০৪ বর্গ কিলোমিটার । জন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩৩৮ জন থেকে ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪০৮ জন ।

আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন ৪টি নগর পঞ্চায়েত গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । নতুন ৪টি নগর পঞ্চায়েত হচ্ছে পানিসাগর, মেলাঘর, মোহনপুর ও জিরানীয়া ।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকার কাজ করছে । রাজ্যের উপজাতি, তপশিলিজাতি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থ সামাজিক বিকাশে ইতিপূর্বেও রাজ্যে ২টি গুচ্ছ প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে সফল ভাবে । এ সমস্ত প্রকল্পে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে । মানুষ উৎসাহিত হয়েছেন । আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া উপজাতি, তপশিলিজাতি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু মানুষের কল্যানে ৪টি গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহনের সিদ্ধান্তের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার । এ প্রকল্প আগামী পাঁচ বছরে(২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮)রূপায়িত হবে । পরিকাঠামোর উন্নয়ন, আর্থ সামাজিক বিকাশ এবং শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ সমস্ত গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহন করা হবে । মুখ্যমন্ত্রী জানান তপশিলি উপজাতি প্যাকেজে ৩০ দফা, তপশিলিজাতি প্যাকেজে ২৪ দফা, ওবিসি প্যাকেজে ১৭ দফা এবং সংখ্যালঘু প্যাকেজে ২৮ দফা বিষয় অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে ।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার জানান, লেখাপড়ায় মেয়েদের উৎসাহিত করতে বাৎসরিক আয় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা কম পরিবারের নবম শ্রেনী থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত ছাত্রীদের বাইসাইকেল দেওয়া, গ্রামাঞ্চলে এবং নগর এলাকায় ৫৪ হাজার ৩৬৭ টি বিপিএল গৃহহীন পরিবারকে গৃহ নির্মানের জন্য 'ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট হাউসিং স্কীম' নামে একটি প্রকল্প রূপায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে ।

****